কালের কণ্ঠ

তারিখ : 18 FEB 2016
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ৬

# আগে শিক্ষক তৈরি, পরে শিক্ষার্থী

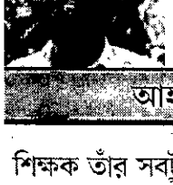



সাদাকালো

আহমদ রফিক

শিক্ষক তাঁর সবটুকু জ্ঞান ও মেধা উজাড় করে দেবেন প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য, তাদের মননশীলতা ঘষেমেজে যার যার মতো উঁচু তারে বেঁধে দিতে। শিক্ষকের যা দান তার সবই দিতে হবে শ্রেণিকক্ষে, প্রয়োজনবোধে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থায়। এখানে প্রথম কথা এবং শেষ কথা হচ্ছে শিক্ষকের দানের ক্ষমতা। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে, অংশত মাধ্যমিকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। তাই উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা যাচাইয়ে সেই ঘাটতি শিক্ষার্থীর ব্যর্থতায় প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে



শিরোনাম দেখে কেউ সেই বিখ্যাত ধাঁধার কথা মনে করতে পারেন : ডিম না মুরগি, কোনটা আগে। সেসব সরস ধাঁধায় না গিয়ে গ্রহণযোগ্য, সহজ ও সোজা হিসাবটা হচ্ছে ভালো মানের শিক্ষক না হলে শিক্ষার্থীর যথাযথ পাঠ সম্পন্ন হতে পারে না, শিক্ষাগত সার্বিক জ্ঞানের দিক অনেকাংশে ফাঁপা থেকে যায়; অতি মেধাবীদের কথা আলাদা। এ ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথাই ভাবছি, বিবেচনায় রাখছি।

শিক্ষা সমস্যার বিষয়টি আজকের নয়, বহুদিন থেকে চলছে এ বিষয়ে আলোচনা, সমালোচনা, করণীয় ও সমাধানের সূত্র বিবেচনা। একটি জাতিকে যথাযথ মানদণ্ডে শিক্ষিত করে তোলার বিকল্পহীন শর্ত হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণের প্রাথমিক ভিতটা মজবুত করে গড়ে তোলা, আর সে লক্ষ্য অর্জনের অপরিহার্য দিক হচ্ছে উত্তম শিক্ষক, শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ও শিক্ষার অর্থনৈতিক সহজলভ্যতা।

প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক, এ পর্বটি ভবিষ্যৎ শিক্ষা গ্রহণের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ অন্তত শিক্ষার উত্তম ভিত তৈরির ক্ষেত্রে। অথচ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্বেই দুর্বলতা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি। আর সেটা হলো শিক্ষার্থীর কাঁধে চাপানো গুরুভার বোঝাটির মতো তার মস্তিষ্ক কোষেও ভার চাপানো, গ্রহণ ক্ষমতার মাত্রা বিবেচনা না করে। আর পড়াশোনা থেকে আহরিত জ্ঞান যেমনই হোক পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে 'কোচিং', আগে যা পরিচিত ছিল 'প্রাইভেট' পড়ানো হিসেবে।

শিক্ষাকে পণ্য করে তোলার ক্ষেত্রে, এর বাণিজ্যিক চরিত্র নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-মতাদর্শিক ধারণা ও বাস্তবতা (কনসেপ্ট) নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোতে যেকোনো স্তরে শিক্ষার মান যতই উন্নত হোক এর পণ্য চরিত্র সেসব স্থানে তেমনি উচ্চমাত্রার। পরিবার বা নাগরিকের মাথাপিছু আয়ের ওপর নির্ভর করে তার উচ্চশিক্ষা বা উত্তম শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা বা যোগ্যতা ও সম্ভাবনা।

শিক্ষার বাণিজ্যিক চরিত্রটি একালের দান, বিশেষ করে বেসরকারি শিক্ষা খাতের চরিত্র বদল ঘটার পর থেকে। 'সামাজিক ব্যবসা' কথাটা এ ক্ষেত্রে নীতি হিসেবে বিশাল প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসা ও মুনাফার যে সাধারণ রূপ আমরা দেখি, তা আদর্শিক রূপ নিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য খাতের মতো বহুদিকে বিস্তার লাভ করেছে। করেছে বিশেষভাবে ইংরেজি মাধ্যমে শিশু স্তর (কিন্ডারগার্টেন) থেকে স্কুল, কলেজ হয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত। শিক্ষা সেখানে অনেক অনেক দামে বিকোয়। সাধারণ শিক্ষার বাইরে উদাহরণ টানতে গেলে কারিগরি শিক্ষা ও শিক্ষায়তনের কথা সবারই মনে পড়বে। চাহিদা বাড়ার সঙ্গে পণ্য মূল্যেরও বৃদ্ধি ঘটে, বাণিজ্যের প্রসার ঘটে, মুনাফারও মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে। উদাহরণ, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলো। এগুলো যে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে স্থাপিত, সে কথা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ব্যবসায়ীকুল অস্বীকার করে না। সরকারি মেডিক্যাল কলেজের শিক্ষার্থী বা শিক্ষার পাঠ শেষ করে আসা চিকিৎসক ভাবতে পারেন না কী উচ্চমাত্রার বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলোর ভর্তিমূল্য এবং আনুষঙ্গিক ব্যয়। বাংলাদেশেও যে শিক্ষার ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ ঘটে গেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সবই বিশ্বায়ন ও সাম্রাজ্যবাদী অর্থনৈতিক আদর্শের প্রভাব ও ফলাফল হিসেবে বিবেচ্য।

দুই.

শিক্ষা, কোচিং, স্কুল শিক্ষার নানা স্তর ও চরিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে ধান ভানতে শিবের গীত বেসরকারি শিক্ষা ব্যবসার প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। এসেছে আমাদের সমাজে শিক্ষার সাধারণ চারিত্র্য বৈশিষ্ট্য, এর অর্থনৈতিক অভিঘাত সম্পর্কে কিছুটা অবহিত হওয়ার প্রয়োজনে। এতে দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ চরিত্রটির পরিচয় মেলে। আজকাল অভিভাবক মাত্রেরই বড় অভিযোগ, শিক্ষা বড় দুর্মূল্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে পরিবারে তিন, চার বা চার-পাঁচজন শিক্ষার্থী, সে পরিবার যদি অর্থনৈতিক বিচারে মধ্যবিত্ত শ্রেণির হয়ে থাকে, তাহলে সন্তানদের শিক্ষা চালাতে পরিবার প্রধানের নাভিশ্বাস ওঠার কথা।

যেকোনো মূল্যে সন্তানদের শিক্ষা দিতেই হবে। না হলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট—সাদামাটা মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের অভিভাবকদের দুশ্চিন্তা তাই অবিশ্বাস্য মাত্রার। স্বভাবতই চাহিদার দুই প্রান্ত মেলাতে গিয়ে অনেক সময় যে অনাকাঙ্ক্ষিত যাত্রা অনিবার্য হয়ে ওঠে তার নাম দুর্নীতি তথা ন্যায়নীতিবহির্ভূত পন্থায় অর্থ সংগ্রহ। শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করারও ফল হিসেবে দেখা দিয়েছে দুর্নীতি নামক সামাজিক পাপ, যা অভিশাপ হিসেবে গণ্য। ব্যবসার বহুবিধ প্রতিষ্ঠিত উপায় থাকা সত্ত্বেও কেন চিকিৎসকাসেবা বা শিক্ষাব্যবস্থাকে সে পথে টেনে আনা?

এতে করে শিক্ষার মান যথাযথ মাত্রায় রক্ষা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ব্যবসা-বাণিজ্যও মুনাফা যেহেতু ন্যায়নীতি, মূল্যবোধ বা কোনো আদর্শের ধার ধারে না, তাই শিক্ষাদান পণ্যে তথা বাণিজ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হলে নীতি ও শুদ্ধাদর্শ রক্ষা করা কঠিন হয়ে ওঠে। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনের এমন অবস্থায় শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক পর্ব তথা স্কুল পর্যায়েও পরোক্ষে ব্যবসা ও মুনাফার ছায়াপাত ঘটেছে, যা অনাকাঙ্ক্ষিত।

একটি তুলনামূলক বিবেচনা আমাদের বিষয়টি বুঝতে সাহায্য করবে। আমরা অবাঞ্ছিত ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থার বন্ধন কাটিয়ে স্বাধীন স্বদেশে স্কুল শিক্ষাব্যবস্থাকেও কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছি। কথাটা সবাই মানবেন যে সে সময় অধিকাংশ স্কুলে মেধাবী বা অভিজ্ঞ শিক্ষকদের শিক্ষাদান ছিল ব্রত পালনের মতো। তাতে বাণিজ্য বা মুনাফাবৃত্তির যোগসাজশ ছিল না।

শিক্ষাদান ছিল নিঃস্বার্থ দায়িত্ব পালনের মতো, মেধাবী ছাত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেখা যেত শিক্ষকের। দুর্বল ছাত্রের জন্য পৃথক পড়ানোর ব্যবস্থা 'কোচিং' শব্দটি তখন জন্ম নেয়নি, তার বাণিজ্যিক চরিত্রের প্রকাশ দূরে থাক। এমনও দেখা গেছে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষক আপন গ্রামের স্কুলে শিক্ষাদানের ব্রত পালন করে চলেছেন। তখনকার একটি প্রচলিত প্রবাদপ্রতিম কথা যে আর যেখানেই যেমন হোক শিক্ষা ও পোস্টাল তথা ডাক বিভাগে দুর্নীতির স্পর্শমাত্র নেই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। শ্বেতাঙ্গ ঔপনিবেশিক যুগ, নব্য ঔপনিবেশিক পাকিস্তানি যুগ পার হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবৃত যুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে দেখা গেছে শিক্ষাব্যবস্থায় নৈরাজ্য, শিক্ষায়তনের শুদ্ধ পরিবেশে শিক্ষার্থীদের চেতনায় দাগকাটা শিক্ষাদানের পরিবর্তে শ্রেণিকক্ষের বাইরে মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে তাদের একান্তে শিক্ষাদান হয়ে উঠেছে অধিকাংশ শিক্ষকের প্রধান পেশা, যা সদর্থক ন্যায়নীতির পরিচায়ক নয়। বিদ্যা ও জ্ঞানার্জনে মননশীলতা ও চৈতন্যের অন্তর্দীপ্তির পরিবর্তে জিপির সোনার হরিণ ধরা হয়ে ওঠে শিক্ষার অবশেষ লক্ষ্য। সে লক্ষ্য অর্জনের হাতিয়ার কোচিং ব্যবসা, শিক্ষাদান বাণিজ্য। এর ব্যাপকতা আমাদের বিস্মিত, বেদনাহত করে। শিক্ষাদানের মহান ব্রতে নিয়োজিত শিক্ষকরাই এর অগ্রনায়ক।

একটি দৈনিকে সঠিকভাবেই প্রথম সংবাদ শিরোনাম 'কোচিংয়ের পেটে স্কুল' স্কুলকক্ষে কোচিং তথা শিক্ষাদান নয়। কোচিংয়ের নীতিগত বৈধতা নিয়ে এযাবৎ অনেক সমালোচনার ধূলিঝড় উঠেছে, এমনকি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রধানও এ বাণিজ্যের পক্ষে নয় বলে জানা যায়। কিন্তু করপোরেট সংস্থার মতো কোচিং বাণিজ্যিক সংস্থাও এতই শক্তিমান যে এ দূষিত প্রথা বন্ধ করা যায়নি। কায়েমি স্বার্থ বড় ভয়ংকর।

প্রসঙ্গত আরেকটি তথ্য। একসময় পূর্ব প্রচলিত শিক্ষাসহায়ক নোট বই পাঠ বন্ধ করা হয়েছিল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার সংক্ষিপ্ত যাত্রা বন্ধ করতে এবং তাদের অনুসন্ধিৎসু বৃত্তির বিকাশ ঘটাতে উচ্চতর জ্ঞান ও মেধার উদ্ভাবনশক্তি শাণিত করে তুলতে। কিন্তু তাতে পাঠকক্ষে শিক্ষাদানের মান বাড়ার পরিবর্তে তা সংক্ষিপ্ত পথের যাত্রায় স্থানান্তরিত হলো কোচিংয়ে, যেখানে তৈরি হয়েছে নোট বইয়েরই ভিন্ন এক সংস্করণ।

অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করে দেখলে বড় অদ্ভুত লাগে যে নোট বইয়ের বিনিময় মূল্যের তুলনায় বহুগুণ দামি কোচিং নোট ছাত্রছাত্রীদের আত্মস্থ করতে হচ্ছে এবং প্রায়ই প্রতিটি বিষয়ে যোগ ফলের সংখ্যাটি বেশ মোটা মোটা। অন্যদিকে পাঠকক্ষের হাজিরা বাবদ মাস মাইনেও গুনতে হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এভাবে শিক্ষার সদর্থক মান সে পরিমাণ না বাড়লেও শিক্ষা গ্রহণের মূল্যমান অনেক অনেক বেড়ে চলেছে।

ব্যক্তিগত তথ্য ও কিছু অনুসন্ধানের ফলাফল হাতে নিয়ে বলতে পারি স্কুল পর্যায়ের শিক্ষার ভারবহন নিম্ন-মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির পরিবারগুলোর জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এমন কথাও শুনছি, চার শিক্ষার্থী সন্তানের পিতা আমার কাজের সহকারী আবুল কালামের বিরস কণ্ঠের উচ্চারণে : 'এবার বুঝি ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দিতে হয়। বিকল্প আয়ের পথ তো খোলা নেই।'

এভাবে কি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলা যায়, যখন সব অর্থকরী সুযোগ-সুবিধা সুবিধাভোগী শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়? সত্যি বলতে কি শিক্ষা ক্রমশ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত থেকে বিত্তবান শ্রেণির সন্তানদের জন্যই নির্ধারিত, নিম্নবিত্তদের সেখানে প্রবেশ অনেক কষ্টসাধ্য।

তিন.

সবচেয়ে জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি নিয়ে সবশেষে কিছু কথা বলতে হয় বিশেষত মানসম্মত শিক্ষা নিয়ে। সে জন্য দরকার সর্বজনীন স্বার্থের শিক্ষানীতি, ত্রিমুখী শিক্ষার বদলে একমুখী শিক্ষানীতি। সঠিক পদ্ধতির শিক্ষার দিকটি অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদরা নির্ধারণ করবেন, কিন্তু প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্তরে উচ্চমান শিক্ষার প্রথম শর্ত আমাদের বিবেচনায় উত্তম মানের শিক্ষকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা, যে শিক্ষাদানের কেন্দ্র হবে শ্রেণিকক্ষ, ঘরে বা অন্যত্র কোচিং ক্লাস নয়।

শিক্ষক তাঁর সবটুকু জ্ঞান ও মেধা উজাড় করে দেবেন প্রতিটি ছাত্রছাত্রীর জন্য, তাদের মননশীলতা ঘষেমেজে যার যার মতো উঁচু তারে বেঁধে দিতে। শিক্ষকের যা দান তার সবই দিতে হবে শ্রেণিকক্ষে, প্রয়োজনবোধে বিশেষ পাঠের ব্যবস্থায়। এখানে প্রথম কথা এবং শেষ কথা হচ্ছে শিক্ষকের দানের ক্ষমতা। আমার বিশ্বাস, এ ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে, অংশত মাধ্যমিকে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। তাই উচ্চশিক্ষার প্রবেশিকা যাচাইয়ে সেই ঘাটতি শিক্ষার্থীর ব্যর্থতায় প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বভাবতই মেধার ওপর গুরুত্ব আরোপ অতীব জরুরি। দিন পাল্টেছে, মূল্যবোধ পাল্টেছে, নিঃস্বার্থ দান এখন আর আশা করা যায় না বিনিময়-প্রধান যুগে। তাই উত্তম মানের শিক্ষক তৈরি যেমন উত্তম শিক্ষার্থী গড়ে তুলতে অপরিহার্য, তেমনি তা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণাদির পাশাপাশি আদর্শিক মূল্যবোধের সামাজিক প্রতিষ্ঠা যেমন দরকার, তেমনি দরকার একালের বিধানমাফিক মেধার উপযুক্ত বিনিময় মূল্য প্রদান, যাতে তাঁদের কোচিংয়ের মতো দূষণ ও অপসংস্কৃতির আশ্রয় নিতে না হয়। এ ক্ষেত্রে কার্পণ্য অন্যায়ের শামিল এবং এ শর্তগুলো পূরণ করতে না পারলে কোচিং বন্ধ করেও সুফল মিলবে বলে মনে হয় না। বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট শীর্ষ কর্তৃপক্ষ এবং বিশেষভাবে সরকারপ্রধানকে ভেবে দেখতে অনুরোধ জানাই, যদিও জানি এ-জাতীয় পরিবর্তন ঘটানো বেশ কষ্টসাধ্য। তবু জাতীয় স্বার্থে, শিক্ষার্থীদের স্বার্থে শিক্ষাব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের কথা ভাবতে হবে।

লেখক : কবি, গবেষক ও ভাষাসংগ্রামী